ও কে?

20.7.65

রেশমী এণ্টারপ্রাইজারের

নিবেদন—

প্রযোজনা : **এস. ব্যানার্জী** সংগীত পরিচালনা : **ভি. বালসারা**

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা :: **দিলীপ বসু**

সম্পাদনা : **অমিয় মুখার্জী** ॥ চিত্রগ্রহণ : ননী দাস ॥ গীত রচনা : পুলক ব্যানার্জী ॥ শিল্প নির্দেশনা : বিজয় বসু ॥ শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত, নৃপেন পাল, জে. ডি. ইরাণী, সোমেন চ্যাটার্জী ॥ সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ পটশিল্প : বলরাম চ্যাটার্জী, নবকুমার কয়াল ॥ রূপসজ্জা : নৃপেন চ্যাটার্জী, অক্ষয় দাস ॥ আবহ সঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থিরচিত্র : পিকস্ ষ্টুডিও ॥ প্রচার অঙ্কন : এস. স্কোয়ার ॥ প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত ॥

প্রচার উপদেষ্টা :: **শ্রীপঞ্চানন**

সহকারীবৃন্দ ॥ পরিচালনায় : অজিত চক্রবর্তী ॥ সংগীত পরিচালনায় : রবীন সরকার ॥ চিত্রগ্রহণ : কৃষ্ণ ধর ॥ শব্দগ্রহণে : ঋষি ব্যানার্জী, পাঁচু মণ্ডল ॥ সম্পাদনা : জয়দেব দাস ॥ সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ সরকার ॥ আলোক নিয়ন্ত্রণে : হরেন গাঙ্গুলী, দুঃখীরাম অধিকারী, অভিমন্যু দাস, সুধীর সরকার, সুদর্শন দাস, অবনী নস্কর ও সন্তোষ সরকার ॥

॥ চরিত্র চিত্রণে ॥

বিকাশ রায় ॥ তরুণকুমার ॥ লিলি চক্রবর্তী ॥ কমল মিত্র ॥ গীতা দে ॥ কালীপদ চক্রবর্তী ॥ মিহির ভট্টাচার্য ॥ রেখা মল্লিক ॥ বীরেন চ্যাটার্জী ॥ কামো ॥ রাজলক্ষ্মী দেবী ॥ মণি শ্রীমানী ॥ শ্রীমান স্বপন ॥ আশা দেবী ॥

নবাগতা শকুন্তলা ভড়

বুবু গাঙ্গুলী ॥ ঋষি ব্যানার্জী ॥ সোমেন চ্যাটার্জী ॥ অজিত চক্রবর্তী ॥ সতু মজুমদার ॥ পরিতোষ রায় ॥ গোপেন মুখার্জী ॥ মৃণাল ॥ ক্ষৌণিষ ॥ অশোক ॥ পৃথ্বীশ ॥ প্রশান্ত ॥ শ্রীমান রাণা ॥ সত্য দে ॥ বলাই ॥ নির্মল ॥ বিজন ॥ গোপাল ॥ অঞ্জলি ॥ বেবী রত্না ॥ কাজল ॥ গীতা প্রধান প্রভৃতি।

● কণ্ঠ সংগীতে : ধনঞ্জয় ॥ উৎপলা ॥ আরতি ॥ তরুণ ॥ ইলা ●

নৃত্যে : **মধুমতী** (বম্বে)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সুনীল ব্যানার্জী, বি. এন. মিত্র, বি. এন. বসু, শম্ভু পাঠক, রবিবাবু (বেনারস), তারপদ ধর (বেনারস) ও বাণী চক্রের ছাত্রীবৃন্দ।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও, টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও, নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর, এবং ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর, বি, মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

॥ পরিবেশনা :: **স্কাপস্ ফিল্মস্ (প্রাঃ) লিঃ** ॥

কাহিনী

ওকে? ওকে? ওকে?

কে এই অদৃশ্য পুরুষ ? কে এই কালপুরুষ ? কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে অনাদিনাথের সুখের সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে গেল ।

সুজিত অনাদিনাথের দূরসম্পর্কের পিসতুতো ভাই। যাকে সুষমা ছোটবেলা থেকে নিজের ছেলের মত করে মানুষ করেছিল এবং সুজিতেরও দাদা বৌদির প্রতি ভক্তি ছিল অটল। নমিতা সুজিতের বাগদত্তা। সুজিতকে সে আপন করে পেতে চায়

একদিন অপুত্রক অনাদিনাথ বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় অবিশ্বাস্য বয়সে এক পুত্র-সন্তান লাভ করে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে সুজিত-নমিতা—সবাই। কিন্তু সুজিতের সমস্ত আনন্দ এক নিমেষে হারিয়ে যায় কার আবির্ভাবে ?—ও কে ?

প্রথম জন্মদিনের উৎসব থেকে অনাদিনাথের একমাত্র পুত্রের অন্তর্ধান—কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে ? ও কে ?

একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে অনাদিনাথ ও স্ত্রী সুষমা শোকে ভেঙে পড়ে। সুজিত সান্ত্বনা দেয়—"একদিন বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় তোমাদের খোকাকে পেয়েছিলে, আবার হয়তো তাঁরই দর্শনে তোমরা ফিরে পেতে পারো খোকাকে।"

তাই বেনারসের পথে পথে, মন্দিরে মন্দিরে অনাদিনাথ ও সুষমাকে দেখা যায়। কিন্তু গুণ্ডারা কেন তাদের অনুসরণ করে চলেছে? কার ইঙ্গিতে? ও কে?

এদিকে ইয়াসিন সর্দার কার আদেশ মত রামলালের হাতে তুলে দেয় অনাদিনাথের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করবার জন্যে।

—তারপর—

অধর্মের হাতে কি ধর্মের মৃত্যু হ'ল? ঈশ্বর বিশ্বাসী অনাদিনাথ কি ফিরে পেয়েছিল তার খোকাকে?

সুজিতের প্রতি নমিতার সন্দেহ কি অমূলক? সুজিত কি সত্যিই বিশ্বাসঘাতক?

সবকিছু রহস্যের অন্তরালে **ও কে?**

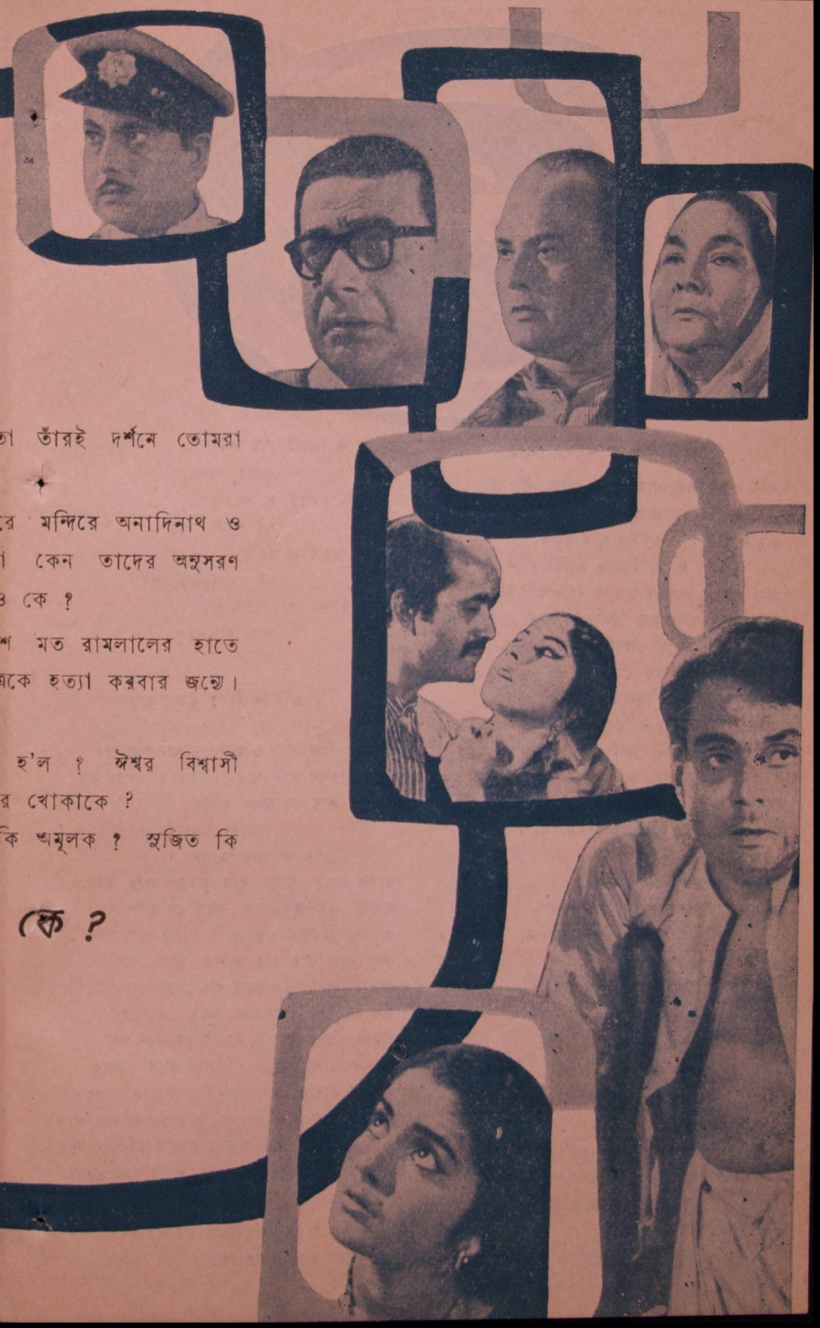

[১] কণ্ঠ : নির্মলা মিশ্র

শোন শোন যত আজ জ্ঞানী আর গুণী
পেটুক ব্যারিষ্টার হ্যাংলা কেরাণী
ও মনি মনি মনি সুইটার জান হানি
হ্যালো ডিয়ার ডার্লিং সানি হ্যালো ॥
ওগো এখানে চাঁদের হাট আজ নগদ কাল ধার
যার পকেট গড়ের মাঠ হিসাব মেলে না যে তার।
ওগো রাজা সেলাম সেলাম
এই মহত্বৎ টাকারই গোলাম
হারালে মুকুট রাজা চিনবে না রাণী
কানে কানে শুনবে না কারো কানাকানি।
ওগো দেওয়ানা দরদী দিল
তফাৎ যাও সব ঝুট
যেন টাকাতে তাদের মিল
এ প্রেম হাতেরও মুট ॥
চলে টাকা সকলই সচল
থামে টাকা সবই যে অচল
জীবনের টাকশালে ভরা এই বাণী
ফকির এসো না কেউ পাবে না ভাঙানী ॥

[২] শিল্পী : আরতি মুখার্জী

মায়ের বুকে সাধের খোকন
মায়ের বুকেই থাক্
মায়ের জীবন ধন্য হবে
মা বলে তুই ডাক।
তুই যে মায়ের ইচ্ছে ওরে
এলি হৃদয় উজল করে
আয়রে কাছে মায়ের দুচোখ
আলোয় ভরে রাখ
মায়ের জীবন ধন্য হবে
মা বলে তুই ডাক্।
তোকে নিয়েই স্বপ্ন দেখা
তোরই অহঙ্কার
মাকে যে তুই মা করেছিস
নেই তুলনা তার
সেই গরবে মা গরবী
তুচ্ছ দেখে অন্য সবই
সব কাঞ্চন তোর কাছেতে
মিথ্যে হয়ে যাক্।

[৩] শিল্পী : ইলা বসু

এক যে ছিল নাচতে জানা মুখোস পরা বাঘ
কোট পাতলুন সার্ট পরে সে ঢাকতো গায়ের দাগ
তার সে হালুম হালুম
হালুম হালুম
হোত না আর মালুম
ভাবল সবাই বাঘটা বুঝি ভুলেছে তার রাগ।
পাহাড়ী এক ঝর্ণা ছিল করত সে জলপান
বাড়তো ক্ষিধে বাড়তো ভুঁড়ি গাইত সুখে গান
ঝর্ণা যেতো ঝরে তার অনেক নীচে পরে
জানতো কি আর হাউমাউ খাউ পোষে গো তার প্রাণ।
একদিন এক ছাগলছানা খেতে এল জল
অমনি পেটুক বাঘের মাথায় এল নতুন ছল
আগুন জ্বালা চোখে সে বললে খাবো তোকে
আমার খাবার জল কেন তুই ঘুলিয়ে দিলি বল্?
ছাগলছানা বললে—তুমি ওপরের জল খাও
নীচের থেকে জল ঘোলালাম মিথ্যে যে দোষ দাও
বাঘ দিল উত্তর—তুই নারে বাপ তোর
জন্মেই সে জল ঘোলাল ভুললি কিরে তাও।
এই দুনিয়ায় দুষ্ট লোকের ছলের অভাব নাই
দুষ্ট বাঘের মুখোস যত আয়রে খুলে যাই
দেখি আসল মুখ—আর মনেতে পাই সুখ
বাঘটা কোথায় দেখি-দোখ
বাঘটা কোথায়
এ যে দেখি বাঘের মাসী ভাই
ওহো রে বাঘের মাসী ভাই।

[৪] শিল্পী : উৎপলা সেন

রাজার রাজা ওগো তুমি
ওগো তুমি কেমন বিশ্বনাথ
অন্নদারি দ্বারে নিজে
পেতে রাখো হাত
তুমি কেমন বিশ্বনাথ ॥
শুধু মানুষ যদি এমন করে
হাতখানি তার মেলে ধরে
এক নিমেষে হয় সে পতিত
এমনি তার বরাত ॥
পথের ধুলায় কেঁদে কেঁদে ভিক্ষা মাগি তাই
সেই স্নেহ আর সেই মমতা আবার ফিরে চাই
ওগো ভাগ্যদাতা দেখো ভেবে
এইটুকু হাত কিবা নেবে
কবে আবার মুছবে আঁখি তোমার নয়নপাত ॥

[৫] শিল্পী : তরুণ বন্দোপাধ্যায়

পেয়ালাতে পানি আছে
বুকে আছে পিয়াসা
পান করা দোষ বলে
কোরোনাকো তামাসা ॥
আলো ভরা কালো দুটি বাঁকা নয়নে
ডাকো যদি ফিরে ফিরে বিনা কারণে
বিষভরা বান রেখে কোরো নাকো তামাসা ॥
আধো আধো হাসি ঝরা কাঁপা অধরে
বাধো বাধো কথা যদি আর না ধরে
সরমেতে বোবা হয়ে কোরোনাকো তামাসা ॥
হায় পিউ কাঁহা পাখী ডাকা ভরা ফাগুনে
ভরা দেহ জ্বলে যদি চোরা আগুনে
ওড়নাতে রূপ ঢেকে কোরোনাকো তামাসা।

[৬] শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

দয়াল,
পূরণ হয়েছে বুঝি গোকুলের কাল
মথুরায় ফিরে যাবে ব্রজের গোপাল
দেবকীর বুকে যাবে দেবকী দুলাল।
যেদিকে তাকাই প্রভু দেখি ছাব তার
নয়নের মণি বিনা দেখি কিবা আর
অসহায় মন কাঁদে
জানিনা কি অপরাধে
নিজে বেঁধে খুলে দেবো এত মায়াজাল।
তুমিই তো বুক ভরে ভালবাসা দাও
নিজে তুমি গড়ে তোলো নিজে ভেঙে দাও।
কী তোমার লীলা বিধি
কেউ পায় হারানিধি
এ মহান বেদনাও তোমারই খেয়াল ॥

আমাদের
পরবর্তী চিত্রার্ঘ্য—

মহাতীর্থ বারাণসী

(কাশীধামের অবিস্মরণীয় কাহিনী)

প্রকাশক : প্রচার সচিব নিতাই দত্ত, স্কাপস্ ফিল্মস-এর পক্ষে।
মুদ্রক : কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া ॥ অলঙ্করণ : এস, স্কোয়ার
সম্পাদনা ও পরিকল্পনা : শ্রীপঞ্চানন